ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

স-১৯০১

আগরতলা, ২৩ জুলাই, ২০২৫

২৪ জুন ২০২৫-এর বিহার ইলেক্টোরাল রোলের প্রথম ধাপের নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রায় সম্পূর্ণ: যেন কোনো যোগ্য ভোটার বাদ না যায় এবং কোনো অযোগ্য ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত না হয়

২৩ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী:

- ৯৮.০১% ভোটার কভার করা হয়েছে
- ২০ লক্ষ মৃত ভোটারের তথ্য পাওয়া গেছে
- ২৮ লক্ষ স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে যাওয়া ভোটারের তথ্য পাওয়া গেছে
- ৭ লক্ষ ভোটার একাধিক স্থানে তালিকাভুক্ত
- ১ লক্ষ ভোটার অনুপস্থিত বা খুঁজে পাওয়া যায়নি
- ১৫ লক্ষ ভোটারের ফর্ম ফেরত পাওয়া যায়নি
- ৭.১৭ কোটি ভোটারের ফর্ম (৯০.৮৯%) গ্রহণ ও ডিজিটাইজ করা হয়েছে

প্রথম ধাপে, ভুলভাবে তালিকাভুক্ত ভোটারদের তালিকা এবং যারা এখনো তাদের গণনাপত্র (ইনুমারেশন ফর্ম) ফেরত দেননি তাদের তালিকা ২০ জুলাই ২০২৫-এ বিহারের ১২টি প্রধান রাজনৈতিক দলের জেলা সভাপতিদের মনোনীত ১.৫ লক্ষ বুথ লেভেল এজেন্টের (বিএলএ) সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে।

২. বিহারের যেসব ভোটার বর্তমানে অস্থায়ীভাবে রাজ্যের বাইরে অবস্থান করছেন এবং অন্য কোথাও ভোটার হিসেবে নিবন্ধন করেননি, তারা নিচের যেকোনো এক পদ্ধতিতে ফর্ম পূরণ করতে পারেন:

- https@electors.eci.gov.in অথবা ইসিআইনেট মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে অনলাইনে ফর্ম পূরণ করা যাবে, অথবা ফর্মটি প্রিন্ট করে নেওয়া যাবে।
- প্রিন্ট করা ফর্ম পূরণ ও স্বাক্ষর করে পরিবারের কোনো সদস্যের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিএলও-কে পাঠানো যাবে।
- প্রিন্ট করা ফর্ম পূরণ ও স্বাক্ষর করে, WhatsApp-এর মাধ্যমে বিএলও-এর মোবাইল নম্বরে পাঠানো যাবে।

৩. যেসব ভোটার গণনাপত্র জমা দিয়েছেন, তাঁদের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ফর্ম জমা পড়েছে কি না, তা ভোটাররা এই লিংকে গিয়ে যাচাই করতে পারবেন: hupe//elecgeseci.gov.in/home counForm Truck কমিশনের তরফ থেকে যেসব ভোটার তাঁদের ফর্মে মোবাইল নম্বর উল্লেখ করেছেন, তাঁদেরকে এসএমএসের মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

৪. ১ আগস্ট ২০২৫-এ এসআইআর-এর প্রথম ধাপের শেষে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। যদি তালিকায় কোনো ভুল থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের ইআরও বা এইআরও-র কাছে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে কোনো প্রস্তাবিত ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আপত্তি জানানো যাবে।

একইভাবে, যদি কোনো যোগ্য ব্যক্তি নিজের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় না পান, তাহলে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত দাবি জানানো যাবে। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস নোটে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

****